দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যমূলক ভর্তি ব্যবস্থা

আমি একজন শিক্ষক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের যৌক্তিক দাবীর সহিত ঐকমত্য পোষণ করিতেছি। আমরা যাহারা শিক্ষকতা করি, তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ব্যবস্থার বৈষম্যের শিকার যেন আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ না হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি যে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পরিসংখ্যান লইয়া কৃতিত্বের সহিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে যাইতেছে, তখন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লইয়া পাস করার কারণে দুই- একটি বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিতেছে না। ইহা খুবই অনুতাপের বিষয়। বৈষম্যমূলক এই ভর্তি ব্যবস্থার কারণে অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী তাহাদের কাঙ্ক্ষিত বিভাগে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যাহারা অংক লইয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে তাহারা সকল বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করার সুযোগ পাইতেছে। পাশাপাশি যাহারা পরিসংখ্যান লইয়াছে, তাহাদের অবহেলা করা হইতেছে। অথচ বর্তমান বিশ্বে পরিসংখ্যান অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হইতেছে, যাহাকে উচ্চতর অংক হিসাবেও গণ্য করা যায়। এমনকি পরিসংখ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিত অন্তর্ভুক্ত থাকে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট সানুগ্রহ আবেদন এই যে, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পরিসংখ্যান বিষয় লইয়া কৃতিত্বের সহিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা যেন অংকের মতই প্রতিটি বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারে। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি ব্যবস্থার বৈষম্য দূর হইবে।

অসিত কুমার মন্ডল,
সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ,
এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
পাবনা।